প্রথম আলো

তারিখ 06 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

চলতি বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ের প্রশ্নপত্রের ৫০ শতাংশই হবে যোগ্যতাভিত্তিক, যা সৃজনশীল প্রশ্ন নামে পরিচিত। গতবার যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন ছিল ৩৫ শতাংশ। পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সাল থেকে শতভাগ প্রশ্নপত্রই হবে যোগ্যতাভিত্তিক।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দায়িত্বে থাকা জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নেপের পরিচালক মো. শাহআলম গতকাল বুধবার *প্রথম আলোকে* বলেন, এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

এবং শিক্ষকদের নিয়ে সম্প্রতি এক কর্মশালায় প্রশ্নের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন চূড়ান্ত করা হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫০ শতাংশ প্রশ্ন হবে যোগ্যতাভিত্তিক এবং বাকি ৫০ শতাংশ প্রশ্ন হবে সনাতন পদ্ধতির।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন বাড়লেও পরীক্ষার সময় আগের মতোই আড়াই ঘণ্টা রাখা হচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা।

২০০৯ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী নামে নতুন এই পাবলিক পরীক্ষা শুরু হয়। ২০১২ সালে এই পরীক্ষায় প্রথমবারের মতো ১০ শতাংশ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র চালু করা হয়। ২০১৩ সালে সৃজনশীল প্রশ্ন ছিল ২৫ শতাংশ। আর গত বছর ৩৫ শতাংশ সৃজনশীল প্রশ্ন ছিল। চলতি বছর আরও ১৫ শতাংশ এবং আগামী বছরও ১৫ শতাংশ সৃজনশীল প্রশ্ন বাড়ানো হচ্ছে। এভাবে ২০১৮ সাল থেকে পুরো প্রশ্নপত্রই হবে সৃজনশীলে।

সৃজনশীল প্রশ্নে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করে লেখার সুযোগ নেই। এখানে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি খাটিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। কারণ, বইয়ে এসব প্রশ্নের সরাসরি উত্তর নেই। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে ছয়টি বিষয়ের পরীক্ষা হয়।